

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ৮, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/৮ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৭৮-আইন/২০২৬।—Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908) অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 4 এর sub-section (1) এর clause (a), sub-section (2) এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত এলাকাকে “ধুনট নদী বন্দর, ধুনট” এর সীমানা নির্ধারণপূর্বক উহাতে উক্ত Act এর প্রয়োগ কার্যকর করিল, যথা:—

তফসিল

ধুনট নদী বন্দর, ধুনট—

(ক) উত্তর সীমানা : বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কর্ণিবাড়ি ইউনিয়নের চরকুমারপাড়া মৌজায় মথুরাপাড়া ঘাটের (দেবডাঙ্গা) দক্ষিণে যমুনা নদীকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রমকারী অক্ষাংশ $24^{\circ}49'16''$ N-কে বুঝাইবে। ইহা যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ে সারিয়াকান্দি উপজেলার কর্ণিবাড়ি ইউনিয়নের নারাপালা মৌজার মূলবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।

(২০৮৯৭)

মূল্য : টাকা ৪.০০

- (খ) দক্ষিণ সীমানা : সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ঢেকুরিয়া মৌজায় ঢেকুরিয়া হাটসংলগ্ন যমুনা নদীকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রমকারী অক্ষাংশ $24^{\circ}41'34''$ N-কে বুঝাইবে। ইহা যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার ভান্ডারবাড়ী ইউনিয়নের চৌবার মৌজার বৈশাখীর চর পর্যন্ত বিস্তৃত।
- (গ) ভূ-ভাগের সীমানা : উপরিউক্ত বন্দর সীমানার আওতায় নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে সাধারণ ভরাকটাল (Ordinary Spring Tide) – এর সময় বন্দর এলাকায় সর্বোচ্চ পানি সমতল (High Water Mark) হইতে ভূ-ভাগের দিকে ৫০ (পঞ্চাশ) গজ (Yard) পর্যন্ত বিস্তৃত।
- (ঘ) উপরিউক্ত দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত ভৌগলিক স্থানাঙ্কসমূহ দ্বারা গঠিত বলয় প্রকৃত বন্দর সীমানা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২। ধুনট নদী বন্দর এলাকায় গেজেটভুক্ত সীমানার মধ্যে বিদ্যমান খাল এবং ঘাটসমূহ যেমন— চন্দনবাইশা, শহরাবাড়ি ঘাট ইত্যাদি আওতাভুক্ত থাকিবে এবং নৌপথের উন্নয়ন, জেটি/অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি যাত্রী সুবিধাদি প্রদানের সুবিধার্থে বন্দর সীমানার মধ্যে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থাকিলে উহার কর্তৃত্ব বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হুন্দা পাল

সিনিয়র সহকারী সচিব।